পর্দা একটি ইবাদত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ (অনুবাদকের পরিশিষ্ট) শর‘ঈ পর্দা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

প্রশ্নঃ শর‘ঈ পর্দা কী?

উত্তরঃ পর্দা হলো, মহিলাদের যা প্রকাশ করা হারাম তা আবৃত করা অর্থাৎ যা তাদের জন্য ঢাকা অপরিহার্য ও উত্তম তা আবৃত করা। সেগুলোর মধ্যে প্রধান হলো চেহারা-মুখমণ্ডল আবৃত করা; কেননা চেহারাই হলো ফিতনার ও আকাঙ্খার মূল স্থান। সুতরাং যে সমস্ত পুরুষ মহিলাদের জন্য মাহরাম (চিরস্থায়ীভাবে হারামকৃত) নয় তাদের থেকে চেহারা আবৃত করা অপরিহার্য। পক্ষান্তরে অনেকে ধারণা করে যে, প্রকৃতপক্ষে মহিলাদের শর‘ঈ পর্দা হলো: মাথা, ঘাড়, সিনা, পা, গোছা ও হাত আবৃত করা কিন্তু চেহারা ও হাতের পাঞ্জা খোলা রাখা বৈধ। এটি অতি আশ্চর্য কথা, কেননা সর্বজনবিদিত যে, আকাঙ্খা-কামনা ও ফিতনার অঙ্গই হলো চেহারা ।

অতএব, কীভাবে তা বলা সম্ভব যে শরী‘আত মহিলাদের পা বের করতে নিষেধ করে আর তাদেরকে চেহারা প্রদর্শনের বৈধতা দেয়? এই পাক-পবিত্র পরিপূর্ণ মহান শরী‘আতে স্ববিরোধী নীতি প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। প্রত্যেক ব্যক্তি অবগত রয়েছে যে, পা খোলা রাখার চেয়ে চেহারা খোলার মধ্যে রয়েছে ফিতনা অনেক গুণ বেশি। প্রত্যেক ব্যক্তি এটাও অবগত রয়েছে যে, মহিলাদের ক্ষেত্রে পুরুষদের আকাঙ্খা ও আগ্রহের অংগই হলো চেহারা। আর এজন্যই যদি বিবাহের প্রস্তাবদানকারীকে বলা হয় যে, তুমি যে মহিলাকে প্রস্তাব দিয়েছ সে কুৎসিত চেহারার কিন্তু তার পা খুব সুন্দর, তবে সে তার প্রস্তাবে আর অগ্রসর হবে না। তবে যদি তাকে বলা হয় সে অত্যন্ত সুন্দর চেহারার কিন্তু তার দু’ হাত বা দুই পাঞ্জা বা দুই পা বা দুই গোছা সুন্দর নয়, তবুও সে তার দিকে অগ্রসর হবে।

সুতরাং এ থেকে বুঝা গেল যে, যা কিছু পর্দার অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য তার মধ্যে চেহারাই হলো অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। এ ছাড়াও এ ক্ষেত্রে কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ, সাহাবীদের বাণী, ইমামগণ ও আলিমদের বাণী থেকে বহু দলীল রয়েছে যা প্রমাণ করে যে মহিলাদের যারা ‘মাহরাম’ (যাদের সাথে বিবাহ চিরতরে হারাম নয়) নয় তাদের থেকে পর্দা করা অপরিহার্য..।

“শাইখ ইবন উসাইমীন”

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9546

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন